ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৪০
অক্টোবর - ডিসেম্বর : ২০১৪

বর্গাচাষ : ইসলাম ও বর্তমান সমাজ

ড. শেখ মোঃ ইউসুফ*
কামরুজ্জামান শামীম**

[সারসংক্ষেপ : *মানুষ সামাজিক জীব। আদিম কাল থেকে মানুষ ধনী-দরিদ্র, ভূস্বামী-ভূমিহীন ও সামর্থ্যবান-নিঃস্ব নির্বিশেষে একই সমাজে বসবাস করছে। আল্লাহ তাআলা সমাজের ভারসাম্য রক্ষার জন্য এ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সমাজের ধনী শ্রেণি দরিদ্র শ্রেণির সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে নিজেদের সম্পদের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। আর দরিদ্র শ্রেণি নিজেদের শ্রম দিয়ে ধনীদের সম্পদ সংরক্ষণে সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়ন করে থাকে। ফলে উভয় শ্রেণি একে অন্যের অঙ্গ স্বরূপ। এক শ্রেণি ছাড়া অন্য শ্রেণির কল্পনাই করা যায় না। ভূস্বামীরা নিজে বা শ্রম নিয়ে নিজেদের ভূমি আবাদ করে থাকে। অথবা উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রদানের শর্তে ভূমি আবাদ করিয়ে থাকে। উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ প্রদানের শর্তে যে চাষাবাদ করা হয়, একে বর্গাচাষ বা ভাগচাষ বলে। এ প্রথা অতীত কাল থেকেই আমাদের সমাজে চলে এসেছে। ইসলাম এ পদ্ধতিকে শুধু উৎসাহিতই করেনি; বরং জমি পতিত না রেখে চাষাবাদ করানোর ব্যাপারে জোর তাগিদ দিয়েছে। তবে বিধানগতভাবে এ পদ্ধতির বৈধতার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে উক্ত বিষয়টির সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।]*

বর্গাচাষের পরিচয়

বর্গা অর্থ হচ্ছে ভাগে ফসল উৎপাদনের জমি; ঐরূপ জমির বন্দোবস্ত; যে ব্যবস্থাপনায় জমির মালিক ফসলের নির্দিষ্ট ভাগ পেয়ে চাষিকে জমি চাষ করতে দেয়।[১] এর আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে, "مزارعة" (মুযারা'আ)। এটি "زرع" (যার'উন) শব্দমূল থেকে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে জমি চাষাবাদ করা, বীজ বপন করা[২], ভাগে কৃষিকাজ, বর্গাচাষ।[৩]

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
** প্রভাষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১১, পৃ. ৮৩৫
২. কামিল ইসকান্দর হুশাইমার তত্ত্বাবধানে রচিত, *আল-মুনজিদ ফিল লুগাতি ওয়াল আলাম*, বৈরূত : দারুল মাশরিক, ২০০০, পৃ. ২৯৭
৩. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান (আল-মুজামুল ওয়াফী)*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৯৯০

আল-মু'জামুল ওয়াসীত গ্রন্থে মুযারা'আ-এর সংজ্ঞায় এসেছে

المزارعة: طريقة لاستغلال الأراضي الزراعية باشتراك الالك والزارع في الاستغلال، و يقسم النتائج بينهما بنسبة يعينها العقد أو العرف

মুযারা'আ হচ্ছে ফসলে জমির মালিক ও চাষির অংশীদারিত্বের শর্তে কৃষি জমি আবাদের একটি পদ্ধতি। যেখানে উৎপন্ন ফসল দুজনের মধ্যে চুক্তি বা প্রচলিত রীতি অনুসারে বণ্টন হয়ে থাকে।[৪]

হিদায়া গ্রন্থে মুযারা'আ-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে

المزارعة هي عقد على الزرع ببعض الخارج

মুযারা'আ একটি চুক্তি, যা উৎপন্ন ফসলের অংশবিশেষ প্রদানের শর্তে সম্পাদিত হয়।[৫]

মোটকথা, নির্ধারিত হারে উৎপন্ন ফসল ভাগ করে নেয়ার শর্তে ভূস্বামী কর্তৃক তার জমি অপর ব্যক্তিকে চাষাবাদ করতে দেয়াকে মুযারা'আ (ভাগচাষ, বর্গাচাষ) বলে।

বাংলাপিডিয়ায় বলা হয়েছে,

বর্গা প্রথা চাষাবাদের ক্ষেত্রে ভূমি মালিক এবং কৃষকের মধ্যে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী উৎপাদন বণ্টনের একটি ব্যবস্থা।[৬]

বাংলাদেশের ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশে বর্গাচাষ-এর যে পরিচয় দেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ:

কোন ব্যক্তি যখন কোন জমির মূল মালিকের নিকট হতে কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঐ জমি হতে ফসলের ভাগ দেয়ার শর্তে জমি চাষাবাদ করে তখন ঐ ধরনের চাষাবাদকে বর্গাচাষ বলে।[৭]

ভূমির মালিকানা

আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই আপন কুদরতে সৃষ্টি করেছেন। তাই সবকিছুর একচ্ছত্র মালিকানা তারই। আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾

আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর।[৮]

৪. ইবরাহীম মুসতাফা ও অন্যান্য, *আল-মুজামুল ওয়াসিত*, ইস্তাম্বুল : দারুদ দা'ওয়াহ, ১৯৮৯, পৃ. ৩৯২
৫. বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী, *আল-হিদায়া*, বৈরূত : দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, ১৯০৭, খ. ৪, পৃ. ৯৭
৬. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, খ. ৬, পৃ. ৩১৪
৭. *ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪*, অধ্যাদেশ নং ১০, ধারা নং ২
৮. আল-কুরআন, ২ : ২৫৫

ভূমির মালিকানাও একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্ধারিত। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿ إِنَّ الأَرْضَ لِلَّه يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَاده وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِين﴾

নিশ্চয় এ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং শেষ কল্যাণ মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে।[৯]

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যমীনে তার প্রতিনিধি নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَهُوَ الَّذي جَعَلَكُمْ خَلَائفَ الأَرْض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের একের উপর অন্যের মর্যাদা সমুন্নত করেছেন, যাতে তোমাদেরকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। আপনার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু।[১০]

সুতরাং যমীনে বান্দার মালিকানা আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধি হিসেবে নির্ধারিত থাকবে। মানুষ সবকিছু তার নামে ভোগ করবে এবং উপকার ভোগ করবে।

ভূমি কাজে লাগানোর তাগিদ

কোন ব্যক্তি যখন কোন ভূমির মালিকানা লাভ করে, তখন ঐ ভূমিকে যথাযথ কাজে লাগানো তার একান্ত কর্তব্য হয়ে পড়ে। সে হয়ত ঐ ভূমি চাষ করে ফসল লাভ করবে বা গাছপালা লাগিয়ে ফল হাসিল করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ هُوَ الَّذي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذُلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِه وَإِلَيْه النُّشُور﴾

তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন। অতএব, তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিয্ক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে।[১১]

জমি অনাবাদি রাখার পরিবর্তে একে আবাদ করার জন্য হাদীস শরীফেও তাগিদ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

﴿مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِه صَدَقَةٌ﴾

কোন মুসলিম যে বৃক্ষ রোপণ করে অথবা যে ফসল উৎপাদন করে এবং তা হতে পাখি, মানুষ ও পশু যা খায় তা তার জন্য সাদাকা হিসাবে গণ্য হবে।[১২]

৯. আল-কুরআন, ৭ : ১২৮
১০. আল-কুরআন, ৬ : ১৬৫
১১. আল-কুরআন, ৬৭ : ১৫
১২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুযারা'আ, অনুচ্ছেদ : ফাদলুয যার' ওয়াল গারস, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ৪৪৬, হাদীস নং-২৩২০

যদি নিজে চাষাবাদ না করে তাহলে অন্য লোককে চাষাবাদের জন্য ঐ ভূমি দিয়ে দিবে। কেননা রাসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশনা রয়েছে যে, ভূমি পতিত না রেখে নিজে চাষাবাদ করবে। আর যদি নিজে চাষাবাদ না করে তাহলে অন্য কাউকে দিয়ে দিবে। সে তা চাষাবাদ করে উপকৃত হবে। যেমন তিনি বলেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

যার জমি আছে সে যেন নিজে চাষ করে, বা তার ভাইকে ভোগ করতে দিয়ে দেয় আর নয়ত পরিত্যক্ত রেখে দেয়।[১৩]

উক্ত হাদীসে "আর নয়ত পরিত্যক্ত রেখে দেয়" কথাটি একটি হুমকিমূলক বক্তব্য। কারণ জমি পরিত্যক্ত রাখা সম্পদ বিনষ্ট করার শামিল। অন্য একটি হাদীসে রাসূল স. নিজে সম্পদ বিনষ্ট করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।[১৪] কাজেই তিনি এখানে জমি পরিত্যক্ত রেখে তা নষ্ট করার নির্দেশ দিতে পারেন না। অতএব ভূমি মালিকের সামনে এই দুটি পন্থাই কেবল থাকে। এক. নিজে চাষ করা, দুই. অপর ভাইকে তা চাষ করতে দেয়া। যদি কেউ নিজের মালিকানা জমি তিন বছর আবাদ না করে ফেলে রাখে, তাহলে সরকার উক্ত জমি নিয়ে নিতে পারবে। 'উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

مَنْ أَحْيَى أَرْض مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِمُحْتَجِرٍ حَقٌّ بَعْدَ ثَلاَث سِنِيْنَ

যে ব্যক্তি জমি (চাষাবাদ না করে) চতুর্দিকে সীমানা-নিশানা স্থাপন করে ফেলে রাখবে, তিন বছর পর ঐ জমিতে তার অধিকার থাকবে না।[১৫]

ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. বলেন, কোন ব্যক্তির এক খণ্ড জমি রয়েছে, সে যদি তা চাষ না করে তিন বছর ফেলে রাখে, তাহলে অন্য কোন সম্প্রদায় সে জমির হকদার সবচেয়ে বেশী।[১৬]

আর যদি সরকারি ভূমি হয়, তাহলে সরকার সকল অনাবাদী জমি আবাদ করতে বাধ্য। ইসলামের পঞ্চম খলীফা হিসেবে খ্যাত উমর বিন আব্দুল আযীয রহ. তাঁর কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দিতেন যে,

১৩. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুযারা'য়া, পরিচ্ছেদ : মাকানা আসহাবুন নাবিয়্যি স. ইউয়াসী বা'দুহুম বা'দান, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬, হাদীস নং-২২১৬
১৪. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-আকযিয়া, পরিচ্ছেদ : আন-নাহয়ু আন কাছরাতিল মাসায়িল মিন গাইরি হাজাহ, বৈরূত : দারুল জীল, হাদীস নং-৪৫৮০
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ .... وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ».
১৫. ইমাম যায়লা'ঈ, *নাসবুর রায়াহ*, কায়রো : দারুল হাদীস, ১৯৮৫, খ. ৬, পৃ. ১৯৪, হাদীস নং-২০৩
১৬. ইমাম আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৯৭৯, পৃ. ৬৫

انظر ما قبلكم من أرض الصافية فأعطوها بالمزارعة بالنصف، وما لم تزرع فأعطوها بالثلث، فإن لم تزرع فأعطوها حتى تبلغ العشر، فإن لم يزرعها أحد فامنحها، فإن لم يزرع فأنفق عليها من بيت مال المسلمين، ولا تبتزن قبلك أرضا

দেখুন, আপনার এলাকায় যদি কোন সরকারি জমি অনাবাদ থাকে, তবে আপনি তা চাষিদের মধ্যে অর্ধেক বর্গা হিসেবে লাগাবেন। যদি চাষিগণ তা এরূপে গ্রহণ না করে তবে তে-ভাগাতে লাগাবেন (একভাগ সরকার পাবে), যদি তারা তাও না করে, তবে দশ ভাগাতে লাগাবেন (একভাগ সরকার পাবে) যেমন ওশরী জমিনে হয়। যদি এভাবেও কেউ চাষ না করে, তবে কাউকে তা মুফতে দিবেন (যাতে জমি আবাদ হয়)। যদি কেউ তা মুফতেও গ্রহণ না করে তবে তা সরকারি ব্যয়ে আবাদ করবেন। কখনো আপনার এলাকায় কোন জমি অনাবাদে ফেলে রাখবেন না।[১৭]

ভূমি ব্যবহার নীতি

ক. ভূমির মালিক কর্তৃক চাষাবাদ

জমির মালিক নিজেই বা নিজ তত্ত্বাবধানে দিনমজুর রেখে জমি চাষাবাদ করবে। আর এটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ। কেননা রাসূলুল্লাহ স. এর বড় বড় সাহাবীদের কৃষি কারবার ও বাগান রচনার ঘটনা হাদীসের কিতাবসমূহে উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاه

যার অতিরিক্ত জমি আছে তার উচিত তা নিজে চাষাবাদ করা অথবা তার কোন ভাইকে দিয়ে চাষাবাদ করানো।[১৮]

খ. উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট অংশ দেয়ার শর্তে কাউকে ভূমি চাষ করতে দেয়া

জমির মালিক এমন ব্যক্তিকে ভূমি চাষাবাদের জন্য দেবে, যার নিজের যন্ত্রপাতি, বীজ ও জন্তু রয়েছে। এমন শর্তে যে, উৎপন্ন ফসলের উভয়ের সম্মত নির্দিষ্ট পরিমাণ যেমন অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ সে পাবে। এ ধরনের ব্যবস্থাকে ভাগে জমি চাষ বা বর্গাচাষ বলা হয়। যেমন নবী স. নিজে ইয়াহুদীদেরকে খায়বারের জমি অর্ধেক ফসলের শর্তে চাষ করতে দিয়েছিলেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

১৭. ইয়াহইয়া বিন আদম, *কিতাবুল খারাজ*, অধ্যায় : আল-খারাজ, পরিচ্ছেদ : উনজুর মা কাবলাকুম মিন আরদিস সাফিয়া ..., কায়রো : জামিউল আযহার, ১৯৯৫, খ. ১, পৃ. ১৬৭, হাদীস নং-১৮৭

১৮. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ু', অনুচ্ছেদ : কারাউল আরদ, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৭, হাদীস নং-৪০০৪

রাসূলুল্লাহ স. উৎপন্ন ফসল বা ফলের অর্ধেক প্রদানের শর্তে খায়বারবাসীদের সাথে কারবার করেছেন।[১৯]

অন্য এক হাদীসে এসেছে, আনসারগণ নবী স. কে বললেন, আপনি আমাদের এবং তাদের (মুহাজিরদের) মাঝে খেজুরের (বাগান) বণ্টন করে দিন। তিনি বললেন,

لا قَالَ يَكْفُونَنَا الْمَئُونَةَ وَيُشْرِكُونَنَا فِى التَّمْرِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

না! বরং তাঁরা আমাদের শ্রমে সাহায্য করবে এবং উৎপন্ন খেজুরের মাঝে আমাদের অংশীদার করে নেবে। তখন তারা বললেন, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।[২০]

গ. নির্ধারিত নগদ টাকার বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাউকে চাষাবাদ করতে দেয়া

জমির মালিক কাউকে প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী নির্ধারিত টাকার বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমি চাষাবাদ করতে দেবে। চাষাবাদকারী উৎসন্ন ফসল সম্পূর্ণ নিয়ে নেবে এবং জমির মালিককে নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ অর্থ দিয়ে দেবে। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاَثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

তিন ব্যক্তি চাষাবাদ করতে পারবে : ১. এমন ব্যক্তি যাঁর জমি আছে, তাহলে সে নিজেই তা চাষাবাদ করবে; ২. এমন ব্যক্তি যাকে (চাষাবাদের জন্য) জমি দেয়া হয়েছে, সুতরাং সে তা চাষ করবে; ৩. এমন ব্যক্তি যে সোনা অথবা রূপার বিনিময়ে জমি গ্রহণ করেছে সে ব্যক্তি তা চাষাবাদ করবে।[২১]

ঘ. নিজে চাষাবাদ না করলে অন্য কোন ভূমিহীন ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া

জমির মালিক যদি নিজে চাষাবাদ না করে, তাহলে জমি এমন ব্যক্তিকে দিয়ে দেবে, যার যন্ত্রপাতি, বীজ ও পশু রয়েছে। উক্ত ব্যক্তি চাষাবাদ করে সমুদয় উৎপন্ন ফসল নিজে নিয়ে নেবে। জমির মালিক তা থেকে কিছুই গ্রহণ করবে না। এভাবে ধারে জমি দেয়া অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লহ স. বলেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ

যার জমি আছে সে যেন নিজে চাষ করে বা তার ভাইকে ভোগ করতে দিয়ে দেয়।[২২]

১৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ু', অনুচ্ছেদ : আল-মুসাকাতু ওয়াল মু'য়ামালাতু বিজুযয়িম মিনাত তামারি ওয়ায যার', *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৭, হাদীস নং-৪০৪৪

২০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ফাদাইলুস সাহাবা, অনুচ্ছেদ : ইফাউন্নাবিয়্যি বায়নাল মুহাজির ওয়াল আনসার, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬, হাদীস নং-৩৫৭১

২১. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বুয়ু', অনুচ্ছেদ : আত-তাশদীদু ফী যালিকা (আল-মুযারা'), *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮০, হাদীস নং-৩৪০২

২২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুযারা'য়া, অনুচ্ছেদ : মাকানা আসহাবুন নাবিয়্যি স. ইউয়াসী বা'দুহুম বা'দান, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬, হাদীস নং-২২১৬

বর্গা চাষাবাদের ইসলামী বিধান

সমাজে কিছু লোক আছে যাদের ভূ-সম্পত্তি রয়েছে। আর কিছু আছে যারা ভূমিহীন। সমাজের এই ভেদাভেদ আল্লাহ তা'আলাই সমাজের ভারসাম্য রক্ষার্থে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সমাজের ধনী ও গরীব এই শ্রেণিদ্বয় একে অন্যের পরিপূরক। ধনীদের ভূ-সম্পত্তিতে আল্লাহ তা'আলা নিঃস্ব ও অসহায় শ্রেণির জন্য অধিকার নির্ধারণ করে রেখেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

তাদের সম্পদে নিঃস্ব ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।[২৩]

তাই ধনীদের কর্তব্য তাদের অর্থ-সম্পদে নিঃস্ব-অসহায়দের অধিকার যথাযথভাবে তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া। এটি কোনভাবেই ধনী শ্রেণি কর্তৃক অসহায় শ্রেণির উপর কৃপা নয়।

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ইসলাম ভূস্বামী ও ভূমিহীন নির্বিশেষে সকলের জন্য একটি ন্যায়সঙ্গত বিধান দিয়ে এই শ্রেণিদ্বয়ের মাঝে সম্প্রীতির এক সেতুবন্ধন রচনা করে দিয়েছে। ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে যে, ভূস্বামী জমি পতিত না রেখে হয়ত সে নিজে আবাদ করবে নতুবা অন্যকে দিয়ে আবাদ করাবে। যেমন হাদীসে এসেছে,

مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاه

যার অতিরিক্ত জমি আছে তার উচিত তা নিজে চাষাবাদ করা অথবা তার কোন ভাইকে দিয়ে চাষাবাদ করানো।[২৪]

জমির মালিক নিজে বা দিনমজুর রেখে জমি চাষাবাদ করবে অথবা উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট অংশ যেমন অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ প্রদানের শর্তে এমন ব্যক্তিকে জমি চাষাবাদের জন্য দিয়ে দেবে যার যন্ত্রপাতি, জন্তু ও বীজ রয়েছে। এ ধরনের চাষাবাদ বর্গাচাষ নামে অভিহিত। ইসলাম এই ব্যবস্থাপনাকে শুধু বৈধ ঘোষণা করেই ক্ষান্ত থাকেনি, বরং সমাজের বৃহৎ কল্যাণার্থে এ পদ্ধতির প্রচলনে উৎসাহ যুগিয়েছে। জমির মালিক যদি চাষিকে যন্ত্রপাতি, বীজ ও জন্তু দিয়ে দেয় তাও জায়েজ হবে। কিন্তু কতিপয় ইমাম এই পদ্ধতির বৈধতার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তাই এ বিষয়ে দুটি মত পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে দলীলসহ বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো:

২৩. আল-কুরআন, ৫১ : ১৯

২৪. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ু', অনুচ্ছেদ : কারাউল আরদ, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৭, হাদীস নং-৪০০৪

প্রথম মত

ইমাম আবূ ইউসূফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আহমাদ রহ.-এর মতে, মুযারা'আ বা বর্গাচাষ বৈধ। তাঁরা তাদের মতের সমর্থনে বিভিন্ন প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।

প্রথমত : তাঁরা হাদীসের দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। সর্বপ্রথম তাঁরা খায়বারের জমি ভাগচাষে প্রদানের ঘটনা নিজেদের সর্মথনে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। মুসলমানরা যখন খায়বার এলাকা বিজয় করলেন, তখন সেখানকার ইয়াহুদীগণ নাবী স. এর নিকট উপস্থিত হয়ে আবেদন জানাল যে, তাদেরকে সেখানে বসবাস এবং ভূমি চাষাবাদের অনুমতি দেয়া হোক। তারা উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক রাসূলুল্লাহ স. কে প্রদান করবে। নবী স. তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

রাসূলুল্লাহ স. উৎপন্ন ফল বা ফসলের অর্ধেক প্রদানের শর্তে খায়বারবাসীদের সাথে কারবার করেছেন।[২৫]

অন্যদিকে হিজরতের পর আনসারদের খেজুর বাগান রাসূলুল্লাহ স. কর্তৃক তাঁদের ও মুহাজিরদের মাঝে বণ্টনের ঘটনাটিও মুযারা'আ বৈধতার প্রবক্তাগণের মতামতকে জোরালো করে। যখন মুসলমানগণ মদীনায় হিজরত করে আসলেন, তখন আনসারগণ তাদের খেজুর বাগান তাদের ও মুহাজিরদের মাঝে ভাগ করে দেয়ার জন্য আবেদন জানালে রাসূলুল্লাহ স. উৎপন্ন ফসলের নির্ধারিত অংশ প্রদানের শর্তে ব্যাপারটি ফায়সালা করে দেন। যেমন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে,

قَالَتْ الأَنْصَارُ اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ النَّخْلَ قَالَ لا قَالَ يَكْفُونَنَا الْمَئُونَةَ وَيُشْرِكُونَنَا فِي التَّمْرِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

আনসারগণ নবী করীম স. কে বললেন, আপনি আমাদের এবং তাদের (মুহাজিরদের) মাঝে খেজুরের (বাগান) বণ্টন করে দিন। তিনি বললেন, না! বরং তাঁরা আমাদের শ্রমে সাহায্য করবে এবং উৎপন্ন খেজুরের মাঝে আমাদের অংশীদার করে নেবে। তখন তারা বললেন, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।[২৬]

এ দুটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উৎপন্ন ফসলের নির্ধারিত অংশ প্রদানের শর্তে মুযারা'আ বা বর্গাচাষ বৈধ।

দ্বিতীয়ত : তাঁরা ইজমার মাধ্যমেও দলীল পেশ করে থাকেন যে, সাহাবীগণ রা. কথায় ও কাজে মুযারা'আর বৈধতার উপর একমত পোষণ করেছেন। তাঁদের কেউই

২৫. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুসাকাত, অনুচ্ছেদ : আল-মুসাকাতু ওয়াল মু'য়ামালাতু বিজুযয়িন মিনাস সামারি ওয়ায যার', *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৭, হাদীস নং-৪০৪৪

২৬. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ফাদাইলুস সাহাবা, অনুচ্ছেদ : ইফাউন্নাবিয়্যি বায়নাল মুহাজির ওয়াল আনসার, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬, হাদীস নং-৩৫৭১

এতে বিরোধিতা করেননি।[২৭] ইমাম বুখারী রহ. বর্গাচাষের সর্মথনে তার বিখ্যাত গ্রন্থ "সহীহ আল-বুখারী" এর মধ্যে এ সম্পর্কীয় একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সন্নিবেশিত করে মুহাম্মদ আল-বাকির বিন আলী বিন হুসাইন বিন আলী রা. এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, মদীনার এমন কোন ঘর ছিল না, যারা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে এই পন্থায় চাষাবাদ করেন নি। অতঃপর তিনি একদল সাহাবী ও তাবি'য়ীর নাম উল্লেখ করেছেন, যারা উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ বা নির্দিষ্ট পরিমাণ দেয়ার শর্তে বর্গাচাষ করতেন বা করাতেন।[২৮] সুতরাং মুযারা'আর বৈধতা সাহাবীগণের কথা ও কাজের দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল। আর এ পদ্ধতিটি পারস্পরিক সম্মতিপ্রাপ্ত একটি শরয়ী বিধান। পূর্ববতী এবং পরবর্তী ওলামাগণ এতে নির্দ্বিধায় আমল করেছেন।

তৃতীয়ত : তাঁরা কিয়াসের মাধ্যমেও প্রমাণ উপস্থাপন করে থাকেন। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে যে, মুযারা'আ মুদারাবার[২৯] মতই দু'পক্ষের এক পক্ষের সম্পদ তথা ভূমি এবং অন্য পক্ষের শ্রম তথা কৃষিকার্যের সমন্বয়ে সম্পাদিত একটি চুক্তি। মুদারাবার উপর কিয়াস করে মুযারা'আকে বৈধ আখ্যায়িত করা হবে। কারণ এতে জমির মালিক ও কৃষক উভয়েরই স্বার্থ সংরক্ষিত হচ্ছে। কেননা জমির মালিকের শ্রম তথা কৃষিকার্যের প্রয়োজন, অন্যদিকে কৃষকের ভূমির প্রয়োজন। সুতরাং এতে দুপক্ষেরই চাহিদা পূরণ হচ্ছে।[৩০]

"রাদ্দুল মুহতার" গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে যে, মুযারা'আ ইমাম আবূ হানীফা রা.-এর নিকট বৈধ নয়। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. প্রয়োজন বা চাহিদা বিবেচনায় এবং মুদারাবা কারবারের উপর কিয়াস করে মুযারা'আকে বৈধ মনে করেন। আর তাঁদের মতামতের উপর ভিত্তি করেই এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের ফতওয়া দেয়া হয়েছে।[৩১] ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. তার "আল-খারাজ" নামক গ্রন্থে স্বীয় অভিমত এভাবে তুলে ধরেছেন যে,

> আমি আল-মুসাকাত (খেজুর বা ফলের বাগানে বর্গাচাষ) এবং আল-মুযারা'আ (ফসলি ভূমি বর্গাচাষ) এ সবগুলোই জায়িয এবং বৈধ মনে করি। এই ব্যাপারটি আমার নিকট মুদারাবা কারবারের অনুরূপ। মুদারাবা কারবারে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ লভ্যাংশ প্রদানের শর্তে অর্থ-সম্পদ দিয়ে থাকে। এখানে মোট লভ্যাংশের পরিমাণ জানা থাকে না। আর এ ব্যাপারটি সকল আলিমের নিকট বৈধ। সুতরাং ভূমি চাষাবাদের কারবার অর্থ-সম্পদ দিয়ে মুদারাবা কারবারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে পতিত ভূমি বা ফল বাগান উভয়ই এক সমান। এ পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে বৈধ।[৩২]

[২৭] *আল-মাওসু'য়াতুল ফিকহিয়্যা*, কুয়েত : ওয়াকফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তা. বি., খ. ৩৭, পৃ. ৪৮

[২৮] ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুযারা'আ, অনুচ্ছেদ : আল-মুযারা'য়াতু বিশশাতরি ওয়া নাহবিহি, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬

[২৯] মুদারাবাহ ঃ এক ধরনের অংশীদারিত্ব মূলক ব্যবসা, যেখানে একজন বা একপক্ষ (সাহিবুল মাল) মূলধন সরবরাহ করে এবং অপরপক্ষ ব্যবসায় অভিজ্ঞতা ও শ্রম নিয়োগ করে। দ্বিতীয় পক্ষকে 'মুদারিব' (ব্যবস্থাপক) বলা হয়। এ ধরনের ব্যবসায় যে মুনাফা উপার্জিত হয় তা দু পক্ষের মধ্যে পূর্বসম্মত হারে ভাগ হয়।

[৩০] *আল-মাওসু'য়াতুল ফিকহিয়্যা*, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩৭, পৃ. ৪৯

[৩১] *রাদ্দুল মুহতার*, অধ্যায় : আল-মুযারা'আ

দ্বিতীয় মত

ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফী' রহ. মতে মুযারা'আ বা বর্গাচাষ বৈধ নয়। এ মতের প্রবক্তাগণ তাঁদের দাবীর সমর্থনে রাফি' বিন খাদিজ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. ভূমি ইজারাসহ অন্যান্য প্রথার অনুমোদন করেন নি। রাফি' বিন খাদিজ রা. বর্ণনা করেন,

كُنَّا نُحَاقِلُ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِى فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللَّه وَرَسُولِه أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالأَرْضِ فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمَرَ رَبَّ الأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ

> আমরা রাসূল স. এর যামানায় জমির মুহাকালা (ভাগে চাষাবাদ) করতাম। আমরা জমি এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ বা নির্দিষ্ট খাদ্যের বিনিময়ে ইজারা দিতাম। ঘটনাচক্রে একদিন আমার এক চাচা এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ স. আমাদের এমন কাজ করতে নিষেধ করলেন, যা আমাদের জন্যে লাভজনক ছিল। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স. এর অনুসরণ আমাদের জন্য এর চেয়েও আরো কল্যাণকর। তিনি আমাদেরকে মুহাকালা (ভাগে চাষাবাদ) অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ বা নির্দিষ্ট খাদ্যের বিনিময়ে জমি ইজারা দিতে নিষেধ করেছেন। আর জমির মালিককে নির্দেশ দিয়েছেন যে, সে যেন নিজে জমি চাষ করে বা অন্যকে দিয়ে চাষ করায়। তিনি জমি ইজারা দেওয়া ও অন্যান্য প্রথা অপছন্দ করেছেন।[৩৩]

দালিলিক পর্যালোচনা ও যুক্তি খণ্ডন

প্রথমত : রাফি' বিন খাদিজ রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. জমি ভাগে চাষ করতে নিষেধ করেছেন। যায়িদ বিন ছাবিত রা. রাফি' রা.-এর এই বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, মুযারা'আ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ছিল বিবাদ মীমাংসা করা। আর তা হচ্ছে যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যায়িদ বিন ছাবিত রা. বর্ণনা

[৩২] ইমাম আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, কায়রো : আল-মাতবা'য়াতুস সালাফিয়্যা ওয়া মাকতাবাতুহা, ১৩৮২ হি., খ. ১, পৃ. ৮৮

[৩৩] ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ু', অনুচ্ছেদ : কারাউল আরদি বিত তা'য়াম, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৭, হাদীস নং-৪০২৭

করেন, দু'জন আনসারী সাহাবী পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করে রাসূলুল্লাহ স. নিকট আসলেন। তখন তিনি বললেন,

إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ فَسَمِعَ قَوْلَهُ لاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ

তোমাদের যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে তোমরা শস্যক্ষেত্র কেরায়া বা ভাগচাষ হিসেবে প্রদান করো না।[৩৪]

এখানে দু'জন সাহাবীর পরস্পর ঝগড়ার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ স. তাদেরকে শস্যক্ষেত্র কেরায়া হিসেবে প্রদান করতে নিষেধ করে দেন। এমনকি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. রাফি' বিন খাদিজ রা.-এর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বলেন, রাসূল স. নিষেধ করার কারণ ছিল তাদের জন্য কল্যাণকর জিনিস বলে দেয়া। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ স. মুযারা'আ নিষিদ্ধ করেননি। বরঞ্চ তিনি মানুষকে নিজেদের মধ্যে ভূমি (মুযারা'আর ও মুহাকালার দ্বারা) আদান-প্রদানের মাধ্যমে পারস্পরিক হৃদ্যতা বাড়ানো, একে অন্যের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা ও সহানুভূতিশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ

যার জমি আছে সে যেন তা নিজে চাষ করে বা তার এক ভাইকে ভোগ করতে দিয়ে দেয়।[৩৫]

আমর বিন দিনার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু উমর রা. কে বলতে শুনেছি যে, আমরা মুযারা'আ বা ভাগে জমি চাষাবাদে দোষের কোন কিছু মনে করি না। কিন্তু রাফি' বিন খাদিজ রা. কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ স. এ ধরনের কারবার করতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর আমি এ সম্পর্কে তাউস রা. কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন যে, আমাকে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ স. এ ধরনের মু'য়ামালা নিষেধ করেন নি। বরঞ্চ তিনি বলেছেন,

لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا

তোমাদের কারো স্বীয় ভূমি বিনিময়হীন দান করা নির্দিষ্ট কোন বিনিময় গ্রহণ করে দান করার চেয়ে উত্তম।[৩৬]

দ্বিতীয়ত : রাফি' বিন খাদিজ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. এর মুযারা'আ নিষিদ্ধ করার কারণ তাঁর থেকে বর্ণিত অন্য আরেক হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে। সে সময় লোকেরা চাষাবাদের জন্য জমি এ শর্তে প্রদান করত যে, পানির

৩৪. ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-মুযারা'আ, অনুচ্ছেদ : খালাফাহুল আওযায়ী 'আলা রিওয়াইয়াতিহী 'আন রাবি'য়া, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮০, হাদীস নং-৪৬৬০

৩৫. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুযারা'আ, অনুচ্ছেদ : মাকানা আসহাবুন নাবিয়্যি স. ইউয়াসী বা'দুহুম বা'দান, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬, হাদীস নং-২২১৬

৩৬. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বুয়ু', অনুচ্ছেদ : আল-মুযারা', *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮০, হাদীস নং-৩৩৯১

উৎসের সম্মুখভাগের বা এর কিনারার অথবা কোন নির্দিষ্ট অংশে যে ফসল উৎপন্ন হবে তা জমির মালিক পাবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে দেখা যেত যে, জমির ঐ অংশের ফসল রক্ষা পেত, অন্য অংশের ফসল ধ্বংস হয়ে যেত। রাসূলুল্লাহ স. এরূপ প্রতারণাপূর্ণ পদ্ধতিতে জমি চাষাবাদ প্রদানে নিষেধ করেছেন। তবে উৎপন্ন ফসল উভয়ের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে বণ্টন হওয়ার শর্তে জমি চাষাবাদে কোন দোষ নেই। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হানযালা ইবনে কায়স রা. বলেন, আমি রাফি' বিন খাদিজ রা. কে জমি স্বর্ণ বা রূপার বিনিময়ে ইজারার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন,

لاَ بَأْسَ بِهَا إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ

এতে কোন দোষ নেই। তবে নবী স.-এর যামানায় লোকেরা খালের কিনারে ও পানি প্রবাহের মুখের স্থানে ফল-ফসল প্রদানের শর্তে চাষাবাদের চুক্তি করত কিংবা ফসল থেকে কিছু দেয়ার বিনিময় করত। পরে দেখা যেত এ অংশের ফসল নষ্ট হয়েছে, অন্য অংশের ফসল রক্ষা পেয়েছে অথবা এর বিপরীতটা হতো। আর লোকদের জন্যে এ পন্থা ভিন্ন জমি লাগানোর আর কোন নিয়ম ছিল না। এ কারণে তা নিষেধ করা হয়।[৩৭]

পূর্বোক্ত হাদীসের ভাষ্য মতে তৎকালীন সময়ে চাষাবাদের এক ধরনের ভুল ও বিভ্রান্তিকর পদ্ধতির প্রচলন ছিল। আর তা হচ্ছে, জমির মালিক চাষির উপর এই শর্ত চাপিয়ে দিত যে, নির্দিষ্ট জমির অংশে উৎপাদিত ফসল তাকে দিতে হবে এবং এ জন্য মালিক জমির সীমানাও নির্ধারণ করে দিত। এতে দেখা যেত সেই নির্দিষ্ট অংশেই কেবল ফসল ভাল হয়েছে এবং অন্য অংশের ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। অথবা এর বিপরীতও হতো। অথবা এমন শর্তে জমি বর্গা দেয়া হতো যে, জমির মালিক উৎপন্ন ফসলের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল নিয়ে নেবে। আর অবশিষ্ট ফসল বর্গাদার পাবে। এতে দেখা যেত ফসলের ফলন কখনো কম হওয়ার কারণে বর্গাদার কিছুই পেত না। সুতরাং এই পদ্ধতির চাষাবাদে ধোঁকা, প্রতারণা, ঠকবাজি ও অজ্ঞতার অবকাশ ছিল, যার দরুণ মালিক ও চাষির মাঝে ঝগড়-বিবাদের সৃষ্টি হতো। অন্যদিকে এতে কোন ধরনের ইনসাফ বা ন্যায়নীতির বালাই থাকতো না। অথচ ইসলামে সব ধরনের প্রতারণাপূর্ণ কাজ নিষিদ্ধ।[৩৮] এজন্যে রাসূলুল্লাহ স. এই পদ্ধতির চাষাবাদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু মালিক ও চাষির সম্মতিতে উৎপন্ন

৩৭. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বুয়ু', অনুচ্ছেদ : আল-মুযারা', *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮০, হাদীস নং-৩৩৯৪

৩৮. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-ঈমান, পরিচ্ছেদ : কওলুন নাবিয়্যি স. "মান গাশ্‌শানা ফালাইসা মিন্না", *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৫, হাদীস নং-১৬৪

ফসলের নির্দিষ্ট অংশ যেমন অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ প্রদানের শর্তে যে চাষাবাদ হয়, তা রাসূলুল্লাহ স. নিষেধ করেননি। বরং রাসূলুল্লাহ স. নিজে খায়বারবাসীদের সাথে চাষাবাদের কারবার করেছিলেন তা সর্বজনবিদিত।

ইমাম ইবনে কুদামা তার বিখ্যাত গ্রন্থ "আল-মুগনী"-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, "মুযারা'আ একটি প্রসিদ্ধ কারবার। রাসূলুল্লাহ স. জীবনভর এর উপর আমল করেছেন। তারপর খোলাফায়ে রাশেদীন, তাঁদের পরিবার ও তাঁদের পরবর্তীগণ এ পদ্ধতিতে কারবার করেছেন। মদীনায় এমন কোন লোক অবশিষ্ট থাকেন নি যারা এই বিষয়টির আমল করেন নি। এমনকি নবী স.-এর পত্নীগণও এর উপর আমল করেছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে ইজমা বা সর্বসম্মত রায় সাব্যস্ত হয়ে গেল।"[৩৯]

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, ভাগে চাষাবাদ বৈধ সম্পর্কিত ইবনে উমর রা. কর্তৃক বর্ণিত খায়বারের ঘটনা সম্বলিত হাদীসটি ভাগে চাষাবাদ নিষিদ্ধ সম্পর্কিত রাফি' বিন খাদিজ রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা মানসুখ বা রহিত হয়ে গিয়েছে? এই প্রশ্নের জবাবে ইবনে কুদামা তার রচিত "আল-মুগনী" গ্রন্থে বলেছেন যে, এ ধরনের বিষয় মানসুখ বা রহিত হতে পারে না। কেননা কোন জিনিস মানসুখ হতে হলে তা নবী স. এর জীবদ্দশায় হতে হবে। কিন্তু যে জিনিসটির উপর স্বয়ং নবী স. তিরোধান পর্যন্ত আমল করেছেন এবং পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীনসহ সকল সাহাবী ও তাঁদের পরবর্তীগণ কারো কোন বিরোধিতা ব্যতিরেকেই আমল করেছেন; সেটি কিভাবে মানসুখ হতে পারে? আর যদি রাসূলুল্লাহ স.-এর জীবদ্দশায় তা মানসুখ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে কিভাবে খোলাফায়ে রাশেদীন এর উপর আমল করেছেন? মুযারা'আ কেন্দ্রিক খায়বারের ঘটনা প্রসিদ্ধ হয়ে থাকা ও সাহাবায়ে কিরামের এর উপর আমল থাকার পরও কিভাবে মানসুখের বিষয়টি তাঁদের কাছে গোপন থেকে গেল? মানসুখের বর্ণনাকারী কোথায় ছিলেন যে, তাদেরকে এ ব্যাপারে অবহিত করেন নি। যেহেতু রাসূলুল্লাহ স. ও খোলাফায়ে রাশেদীন জীবনভর এর উপর আমল করেছেন এবং তাঁদের পরবর্তী সাহাবীগণ কোন ধরনের বিতর্ক ছাড়াই এর উপর আমল করেছেন সেহেতু এ ধরনের কারবার নিষিদ্ধ হতে পারে না এবং এতদ সংক্রান্ত হাদীসও মানসুখ বা রহিত হতে পারে না।[৪০]

মুযারা'আ বা বর্গাচাষ চুক্তির বৈধতার শর্তাবলী

মুযারা'আ চুক্তি বৈধ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। আর এ শর্তগুলো ভূমি মালিক, চাষি, বর্গাচুক্তি, নির্ধারিত মেয়াদ, চাষাবাদের ভূমি ও বীজসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর সাথে সম্পৃক্ত থাকে। শর্তগুলো নিম্নরূপ:

৩৯. ইবনে কুদামা, *আল-মুগনী*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪০৫, খ. ৫, পৃ. ৫৫৪

৪০. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫৫৪; আস-সায়্যিদ আস-সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, তা. বি., অধ্যায় : আল-মুযারা'আ, অনুচ্ছেদ : ফাদলুল মুযারা'আ, খ. ৩, পৃ. ১৬৩

১. **সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া :** চাষিকে সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হতে হবে। সুতরাং পাগল বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির চুক্তি বৈধ হবে না। কেননা কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া শর্ত। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া শর্ত নয়। অনুমতিপ্রাপ্ত বালক বা ক্রীতদাসের চুক্তি বৈধ হবে।

২. **ফসলের ধরন বা জাত সুনিশ্চিত হতে হবে :** জমিতে কোন ধরনের চাষ হবে তা উভয় পক্ষের জানা থাকতে হবে। ফসলের ধরন বা জাতের পার্থক্যের কারণে উৎপন্ন ফসলের তারতম্য হয়ে থাকে। কোন জাতের বা ফসলের ফলন বেশি আবার কোনটির কম। যদি কম ফলন সম্পন্ন জাত বা ফসল নির্দিষ্ট করা হয়, তাহলে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৩. **জমি চাষের যোগ্য হওয়া :** জমি চাষের উপযোগী হতে হবে। কেননা অনেক জমি আছে যেখানে কোন ফসল উৎপন্ন হয় না।

৪. **উৎপন্ন ফসলের বণ্টনের পরিমাণ নির্ধারিত থাকা :** উৎপন্ন ফসল উভয় পক্ষের মাঝে কী পরিমাণে বণ্টিত হবে অর্থাৎ অর্ধেক হবে না এক-তৃতীয়াংশ হবে, সেই পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকতে হবে।

৫. জমির অবস্থান সুনির্দিষ্ট হওয়া : জমির অবস্থান সুনির্দিষ্ট হতে হবে।

৬. **বীজ সরবরাহকারী নির্দিষ্ট থাকা :** জমির মালিক বা চাষির মধ্যে কে বীজ সরবরাহ করবে তা নির্দিষ্ট থাকতে হবে।

৭. **চুক্তিপত্রে মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকা :** চুক্তিপত্রে ইজারার মেয়াদ সুনির্দিষ্ট থাকতে হবে। উক্ত মেয়াদের জন্য জমি বর্গাদারকে অবমুক্ত করে দিতে হবে এবং তাকে অবাধে প্রবেশাধিকার দিতে হবে।

৮. **কোন পক্ষই জমির নির্দিষ্ট অংশ থেকে মুনাফা নিতে না পারা :** মালিক বা বর্গাদার কেউই জমির নির্দিষ্ট অংশের উৎপন্ন মুনাফা এককভাবে ভোগ করতে পারবে না। বরং পুরো জমির উৎপন্ন ফসল উভয় পক্ষের মাঝে চুক্তি অনুযায়ী বণ্টিত হবে।[৪১]

মুযারা'আর পদ্ধতিগত প্রকারভেদ

মুযারা'আ বা বর্গাচাষে পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। এগুলোর কোনটি বৈধ আবার কোনটি অবৈধ। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো:

বৈধ প্রকারভেদ

- যদি এক পক্ষ জমি, বীজ এবং চাষাবাদের যন্ত্র সরবরাহ করে এবং অন্য পক্ষ শ্রম দেয় তবে এক্ষেত্রে মুযারা'আ বৈধ হবে।
- জমি এক পক্ষ এবং অন্য পক্ষ সবগুলো সরবরাহ করে তাহলেও মুযারা'আ বৈধ হবে।

৪১. আল-কাসানী, *বাদায়ে'উস সানায়ে'*, অধ্যায় : আল-মুযারা'আ

- জমি এবং বীজ এক পক্ষ সরবরাহ করে এবং অন্য পক্ষ শ্রম ও চাষাবাদের যন্ত্র সরবরাহ করে তাহলেও মুযারা'আ বৈধ হবে।
- এক পক্ষ জমি এবং চাষাবাদের যন্ত্র সরবরাহ করে এবং অন্য পক্ষ শ্রম ও বীজ সরবরাহ করে এ অবস্থাতে মুযারা'আ প্রকাশ্য মত অনুযায়ী বৈধ হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর নিকট বৈধ হবে।

অবৈধ প্রকারভেদ

- বীজ শুধু এক পক্ষ সরবরাহ করে এবং অন্য পক্ষ অবশিষ্টগুলো সরবরাহ করে তাহলে এ অবস্থায় মুযারা'আ বৈধ হবে না।
- যদি কিছু সংখ্যক লোক একত্রিত হয়ে মুযারা'আ চুক্তির মাধ্যমে চাষাবাদ করে এবং তাদের মধ্যে কেউ জমি, কেউ শ্রম, কেউ যন্ত্রপাতি আবার কেউ বীজ সরবরাহ করে, তবে এ অবস্থাতেও মুযারা'আ বৈধ হবে না।
- চুক্তির মধ্যে এমন শর্ত থাকে যে, পক্ষদ্বয়ের একজন অর্ধেক বীজ এবং অন্যজন অবশিষ্ট অর্ধেক সরবরাহ করবে তাহলেও মুযারা'আ বৈধ হবে না।[৪২]

বর্তমান সমাজে বর্গাচাষ

শত শত বছর ধরে বর্গা প্রথা বাংলার গ্রাম-গঞ্জের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক সুসংবদ্ধ বিধি-ব্যবস্থা। গ্রামীণ উৎপাদন বৃদ্ধি ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বর্গা প্রথার ভূমিকা অপরিসীম। প্রাচীনকাল থেকেই সমাজে দুটি শ্রেণির সহাবস্থান চলে আসছে। একটি শ্রেণির হাতে রয়েছে অঢেল সম্পদ; যারা প্রাচুর্যময় ও বিলাসী জীবনযাপন করছে। আর অপর শ্রেণিটি সম্পদ হারা হয়ে শুধু কায়িক শ্রমের উপর টিকে আছে। এই দুটি শ্রেণির মাঝে বিরাজ করছে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

ধনিক শ্রেণি নিজেদের সম্পদে গরিব শ্রেণির শ্রমকে কাজে লাগিয়ে ইচ্ছামাফিক মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে। গরিব শ্রেণি নিজেদের সর্বস্ব শ্রম বিলিয়ে দিয়ে সামান্য পারিশ্রমিক নিয়ে কোন রকম কালাতিপাত করছে। পুঁজিপতিরা কারবারের মুনাফার সবটুকু নিজেদের ইচ্ছামত ভোগ করছে। আর শ্রমিকদের শ্রম দিয়েই সেখানে ক্ষান্ত থাকতে হচ্ছে। মুনাফার স্পর্শ তারা কখনো পাচ্ছে না। মুনাফা তাদের কাছে দুঃস্বপ্নের মতো ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাচ্ছে। ফলে সম্পদের প্রাচুর্য ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ দুশ্রেণির মাঝে সৃষ্টি হয়েছে অসম ব্যবধান। কিন্তু আবহমানকাল থেকে চলে আসা বর্গা প্রথার মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এ প্রথাও অন্যান্য কারবারের মত যৌথভাবে মালিকের পুঁজি তথা ভূমি এবং শ্রমিকের শ্রম নির্ভর একটি কারবার পদ্ধতি। কিন্তু এতে মালিকের সাথে শ্রমিক বা চাষির রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক এবং মুনাফা তথা উৎপন্ন ফসলেও মালিকের সাথে উৎপাদনকারী চাষির আছে অংশীদারিত্ব।

৪২. প্রাগুক্ত

গ্রামে-গঞ্জে অনেক অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তি রয়েছে যারা জমিতে গিয়ে নিজেরা কায়িক পরিশ্রম করে চাষাবাদ করে না। অথবা এমন ব্যক্তি যারা সাধারণত চাকরি, ব্যবসা বা অন্যান্য পেশায় জড়িত থাকার কারণে সরাসরি চাষাবাদ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তারা অসচ্ছল-ভূমিহীন ব্যক্তিদের দিয়ে উৎপন্ন ফসলের উভয়ের সম্মত পরিমাণে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চাষাবাদ করায়। অপরদিকে ভূমিহীন কিছু ব্যক্তি রয়েছে যারা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অর্থ বা জমির অভাবে চাষাবাদ করা বা ব্যাংকের দোরগোড়ায় পৌঁছা সম্ভব হয় না। তখন তারা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অন্যের জমি চাষাবাদের উপর নির্ভরশীল থাকে। এমতাবস্থায় প্রচলিত বর্গা প্রথা পরস্পরের চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। এ প্রথা প্রাচীনকাল থেকেই সামাজিকভাবে স্বীকৃত এবং একে অপরকে সহযোগিতা করার এক অতি পুরনো ব্যবস্থা। পৃথিবীর সব অঞ্চলে কম বেশি এ প্রথার প্রচলন রয়েছে। বিশেষত বাংলাদেশে এমন কোন অঞ্চল খুঁজে পাওয়া যাবে না; যেখানে এরকম বর্গা প্রথা চালু নেই।

বাংলাদেশে প্রচলিত বর্গাচাষ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে যে কয়টি বর্গাচাষের ব্যবস্থা চালু রয়েছে তা নিম্নরূপ:

ক. নগদ বা চুক্তি বর্গা: নগদ বা চুক্তি বর্গা নগদ অর্থের বিনিময়ে বর্গাদার বছরের শুরু থেকে চাষাবাদ শুরু করে দেয়। চাষি নিজের পছন্দ মতো সারা বছর বিভিন্ন ধরনের চাষাবাদ করে থাকে এবং উৎপন্ন ফসল এককভাবে ভোগ করে থাকে। এ চুক্তি এক বছরের জন্য হয়ে থাকে। এ জন্যে এ ব্যবস্থাকে অনেক জায়গায় "সনকড়ালি" বা "বছর চুক্তি" বলা হয়ে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে এ পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে বৈধ। আল্লামা আস-সায়্যিদ আস-সাবিক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "ফিকহুস সুন্নাহ" -এর মধ্যে বলেছেন, "নগদ অর্থ বা খাদ্য সামগ্রী বা যে সব জিনিস সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়, এ সবের বিনিময়ে মুযারা'আ বা বর্গাচাষ বৈধ।"[৪৩] তিনি এ তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে একটি হাদীস উপস্থাপন করেছেন। হানযালা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "আমি রাফি' বিন খাদিজ রা. কে বর্গাচাষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী স. এ কারবার করতে নিষেধ করেছেন। আমি আবার তাঁকে প্রশ্ন করলাম। তাহলে সোনা বা রূপার বিনিময়ে চাষাবাদ করা যাবে কিনা? জবাবে তিনি বললেন: সোনা-রূপার বিনিময়ে কারবার করাতে কোন দোষ নেই।"[৪৪] এ হাদীসের ভাষ্য মতে বোঝা গেল যে, নগদ অর্থের বিনিময়ে চাষাবাদ করা সম্পূর্ণ বৈধ।

৪৩. আস-সায়্যিদ আস-সাবিক, ফিকহুল সুন্নাহ, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল-মুযারা'আ, অনুচ্ছেদ : কারাউল আরদ বিন নাকদ, খ. ৩, পৃ. ১৬৫

৪৪. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ', অনুচ্ছেদ : কারাউল আরদ বিজ জাহাবি ওয়াল ফিদ্দাহ, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৭, হাদীস নং-৪০৪৩

খ. ভাগচাষ বর্গা : ভাগচাষ ব্যবস্থায় জমির মালিক জমি প্রদান করে; আর চাষি ফসল উৎপাদনের পুরো খরচ বহন করে। উভয়পক্ষ উৎপন্ন ফসল আধাআধি করে ভাগ নেয়। এ জন্য অনেক স্থানে এ ব্যবস্থাকে "আধিয়া" বলা হয়। আবার কোন কোন অঞ্চলে জমির মালিক সার বা বীজের খরচ বহন করে থাকে। তখন জমির মালিক উৎপন্ন ফসলের দুভাগ এবং চাষি এক ভাগ পায়। এ ব্যবস্থাকে "তেভাগা" নামে অবহিত করা হয়। অঞ্চলভেদে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সর্বোপরি এ ব্যবস্থাপনা ভূমি মালিক ও ভূমিহীন উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতা করার এক কার্যকর পদ্ধতি; এতে কোন সন্দেহ নেই।

এই পদ্ধতির বৈধতা নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আহমাদ রহ. মতে বৈধ। আর এ মতের উপরই হানাফী মাযহাবের ফাতওয়া প্রদান করা হয়েছে।[৪৫] অর্থাৎ হানাফী মাযহাব অনুসারে এ পদ্ধতি বর্গাচাষ করা বৈধ। ইতঃপূর্বে এই নিবন্ধেই এতদ সংক্রান্ত আলোচনা দলীল-প্রমাণসহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

গ. ভাগে ফল চাষাবাদঃ বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে মুযারা'আ বা বর্গাচাষের মত ভাগে ফল চাষাবাদের প্রথাও চালু রয়েছে। বিশেষত উত্তর বঙ্গের বৃহত্তর রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে এই পদ্ধতিতে আম ও লিচু চাষাবাদের প্রচলন রয়েছে। অর্থাৎ একদল চাষি বাগান মালিকদের থেকে বাগান এক বছরের জন্য চুক্তি অনুযায়ী উৎপন্ন ফলের অংশ প্রদানের শর্তে লীজে নিয়ে নেয়। অতঃপর চাষি নিজ দায়িত্বে বাগানের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে এবং মেয়াদ শেষে ফল সংগ্রহ করার পর মালিককে তার নির্ধারিত অংশ প্রদান করে তার কাছে বাগান ফিরিয়ে দেয়। এ পদ্ধতিকে ইসলামী শরীয়তে "মুসাকাত" হিসেবে অভিহিত করা হয়। মুসাকাতের (ভাগে ফল চাষাবাদ) শরয়ী বিধান মুযারা'আর (ভাগে জমি চাষাবাদ) বিধানের অনুরূপ। অর্থাৎ মুযারা'আর মত মুসাকাতের মধ্যেও ইমামদের মতভেদ রয়েছে। মুসাকাত মুযারা'আর ন্যায় ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আহমাদ রহ. মতে বৈধ এবং ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফী' রা. মতে মুসাকাত অবৈধ। মুসাকাতের বৈধতার পক্ষে-বিপক্ষে সেই দলীলগুলোই প্রযোজ্য হবে, যা উপরে মুযারা'আর ব্যাপারে সবিস্তারে উল্লিখিত হয়েছে।

উপসংহার

ইসলামে ভূমি অনাবাদি রাখা নিন্দনীয়। যার জমি আছে সে নিজে তার চাষাবাদ করবে অথবা অন্যের দ্বারা করাবে কিংবা তার কোন ভাইকে নিঃস্বার্থভাবে তা চাষাবাদ

৪৫. *আল-মাওসু'য়াতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৭, পৃ. ৪৮

করতে দিবে এটাই ইসলামের বিধান। সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে এ কথা বলা যায় যে, ফসলের কোন নির্দিষ্ট অংশের ভিত্তিতে পারস্পরিক কৃষিকাজ সম্পূর্ণ বৈধ। কেননা সমাজে এমন লোকও রয়েছে যারা বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে কিংবা বৃদ্ধ, পঙ্গু, অনাথ, শিশু ও বিধবা স্ত্রীলোক, যারা ভূমির মালিক হয়েও ঠিকমত জমি চাষ করতে পারে না। ফলে অনেক জমি অনাবাদি থেকে যায়। আর অন্যদিকে অনেক কর্মক্ষম লোকের ভূমি না থাকায় অথচ দক্ষতা ও প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও কাজ করার সুযোগ পায় না। এতে সমাজে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেয়। তাই ইসলামে মুযারা'আ বা বর্গাচাষকে বৈধ রাখা হয়েছে যাতে উভয়েই উপকৃত হয়।[৪৬]

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ চাষাবাদের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। ভূস্বামীরা নিজেরা বা শ্রমিক নিয়োগ করে চাষাবাদ করছে। অথবা উৎপন্ন ফসলে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ভূমিহীনদের দিয়ে আবাদ করাচ্ছে। এ ব্যবস্থাপনাকে বর্গাচাষ বা ভাগচাষ নামে অভিহিত করা হয়। কালক্রমে আজো এ পদ্ধতি আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে। এর ফলে একদিকে ভূস্বামী নিজেদের শ্রমের অভাবে জমি পতিত না রেখেও আবাদের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে ভূমিহীনরা নিজেদের জমি না থাকা সত্ত্বেও শ্রম ও উপকরণাদি দিয়ে অন্যের জমি আবাদ করে সুষ্ঠুভাবে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম হচ্ছে। এতে জমির মালিক ও চাষি উভয়ের মাঝেই নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠছে এবং মুনাফা তথা উৎপন্ন ফসলেও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হচ্ছে। ইসলাম এ ব্যবস্থাপনাকে শুধু বৈধ ঘোষণাই করেনি; বরং জমি পতিত না রেখে আবাদ করার জোর তাগিদ দিয়েছে। সর্বোপরি এ ব্যবস্থা গ্রামীণ সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের এক কার্যকর পদ্ধতি; তেমনি সমাজে একে অন্যের কল্যাণে পরস্পর সহযোগিতা করার এক চমৎকার পন্থা। একে অন্যের কল্যাণ বিধানে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতি কুরআনে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾

সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যকে সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যকে সহায়তা করো না।[৪৭]

এই মূলনীতির আলোকে সবাই এগিয়ে আসলে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ গড়ে ওঠবে এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

৪৬. ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান, ইসলামের দৃষ্টিতে বর্গাচার্ষ : একটি পর্যালোচনা, *ইসলামী আইন ও বিচার*, এপ্রিল-জুন, ২০০৮, বর্ষ-৪, সংখ্য-১৪, পৃ. ৯৬; ইসলামে বর্গাচাষ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান, *ইসলামে ভূমি ব্যবস্থাপনা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৩ খ্রি.

৪৭. আল-কুরআন, ৫ : ২